খুমী
প্রান্তের আদিবাসী

খুমীঃ প্রান্তের আদিবাসী

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১/১ পল্লবী (ষষ্ঠ তলা), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০২-৯০২৬৬৩৬ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯০৩৫০৮০
ই-মেইল: sehd@sehd.org ওয়েব পেজ: sehd.org

প্রকাশকাল: ২০১৭

আলোকচিত্র
ফিলিপ গাইন: পৃষ্ঠা ৩৯ এবং পেছনের প্রচ্ছদের একটি ছবি বাদে বাকী সব।
প্রসাদ সরকার: পৃষ্ঠা ৩৯ এবং পেছনের প্রচ্ছদের সর্ব বামের ছবি।

প্রচ্ছদ ও প্রচ্ছদের ছবি: ফিলিপ গাইন

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৯৫২-১৮-৪
মুদ্রক: জাহান ট্রেডার্স
কম্পোজ এবং পৃষ্ঠাসজ্জা: প্রসাদ সরকার

স্বত্ব: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে পর্যালোচনা বা প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে প্রকাশিত তথ্য আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ অথবা অন্য কোনোভাবে সংরক্ষণ বা প্রকাশনার জন্য অবশ্যই স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

মিজেরিওর ও ইকো-কোঅপারেশন-এর আর্থিক সহযোগিতায় এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। এখানে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তার দায়িত্ব আবশ্যিকভাবে মিজেরিওর ও ইকো-কোঅপারেশন-এর নয়।

The Society for Environment and Human Development (SEHD), a non-profit Bangladeshi organization, was founded in 1993 to promote investigative reporting, engage in action-oriented research, assist people think and speak out. *Khumi: Adivasis on the Fringe* is a monogragph that contains findings of a household survey of the Khumis of the Chittagong Hill Tracts and some related write-ups.

মূল্য: ১৫০ টাকা US$5

সূচি

ভূমিকা	v
কৃতজ্ঞতা	vi
খুমী: পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জরিপ *—রিপোর্ট তৈরি করেছেন মো: রাজিবুল হাসান ও গৌতম বসাক*	০৩-৩৬
সংযোজনী—ক: এক নজরে খুমী গ্রামসমূহের কিছু মৌলিক তথ্য-উপাত্ত	৩৭-৩৯
সংযোজনী—খ: খুমী গ্রামসমূহের তথ্য-উপাত্ত (বেজলাইন ডাটা)	৪০-৪৯
খুমী—*ফিলিপ গাইন ও বাঁধন আরেং*	৫১-৫৯
খুমী মাতৃভাষার সমস্যা ও সম্ভাবনা—*লেলুং খুমী*	৬১-৬৭
লেলুং খুমী: প্রথম খুমী গ্রাজুয়েট—*মো: রাজিবুল হাসান*	৬৮-৭১
ছবির পরিচিতি	৭২-৭৩

ভূমিকা

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) আদিবাসীদের নিয়ে আড়াই দশক ধরে কাজ করছে। বাংলাদেশের সকল জাতিগোষ্ঠী ও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহের উপর নির্ভরযোগ্য তথ্য ভাণ্ডার তৈরির জন্য সেড সুপরিচিত। তবে ক্ষুদ্র কিছু জাতিগোষ্ঠীর উপর খানা জরিপ করে সেড তাদের উপর পরিসংখ্যানগত তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে খাসি, চাক, মধুপুরের কোচ, দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি উপজেলার আদিবাসী, ডালু, কোল ও ভূমিজ অন্যতম। এবার খুমীদের নিয়ে খানা জরিপ করে এই ছোট বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো।

পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব জাতিসত্তার জনসংখ্যা পাঁচ হাজারেরও কম তাদের মধ্যে খুমীরা অন্যতম। এ অঞ্চলে সবচেয়ে কম জনসংখ্যার জাতিগোষ্ঠী লুসাই, তারপর চাক এবং এর পর ২,৮৯৯ জন মানুষের জাতিগোষ্ঠী খুমী। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে খুমীদের সংখ্যা মাত্র ১,২৪১। খুমীদের ইচ্ছাতেই এ জরিপ। জরিপ কাজে খানা পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ একদল খুমী ছেলেমেয়েই করেছে। সেড-এর কর্মীরা তাদেরকে খানিকটা প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং সাথে থেকেছে।

খুমীদের বাস মূলত বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত পাহাড়ী এলাকায়। কোনো কোনো গ্রাম পাহাড়ের চূড়ায় এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা খুমীদের জন্য এখনো খুব কম। জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টের। পাহাড়ের চূড়া থেকে অনেক নীচে এসে তাদেরকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। কষ্টের মাঝেও তাদের আছে নিজস্ব জীবনযাপনের আনন্দ। নৈসর্গিক সৌন্দর্য খুমী গ্রামগুলোকে ঘিরে থাকে। ছোট একটি জাতিগোষ্ঠীর দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রাম, আনন্দ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা রক্ষার প্রচেষ্টা এ সব কিছুর একটি দর্পণ এ ছোট বইটি। খানা জরিপের কাজটি আমরা করেছি ২০১৪ সালের এপ্রিল ও মে মাসে। রিপোর্ট প্রকাশিত হলো ২০১৭ সালে। এর মাঝে পরিসংখ্যানগত কিছু পরিবর্তন হলেও এ বইয়ে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত একটি বেজলাইন হিসাবে কাজ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ফিলিপ গাইন
সম্পাদক

কৃতজ্ঞতা

অনেক কৌতুহল নিয়ে আমরা সেড-এর কয়েকজন প্রথম কোনো খুমী গ্রামে যাই ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে। গ্রামটি রোয়াংছড়ি উপজেলার মংয়ুপাড়া। আমাদের পথ প্রদর্শক পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পাখি বিশেষজ্ঞ রোনাল্ড হালদার। নদী থেকে খাড়া পাহাড় বেয়ে মংয়ুপাড়ায় যেতে হয়। অনেক কষ্টের পর পরম শান্তি। গ্রামটির চারদিকে এখনো উল্লেখযোগ্য অরণ্য বিদ্যমান। উত্তরে অনেক নীচে আকাঁবাঁকা সাঙ্গু নদী বড়ই নান্দনিক। আমাদের থাকার জায়গা মেলে সিকো খুমীর ঘরে। মাচাং ঘরে মেঝেতে পরম আনন্দে আমরা দু'রাত নিশ্চিতে কাটিয়ে দেই। ঐ সফরের সময়ই আমরা আলোচনা করি খুমীদের নিয়ে একটি খানা জরিপ হতে পারে। দুই দিন ঘুরে ঘুরে খুমী গ্রামটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। যোগ দেই একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে। পুরো গ্রাম আমাদের সেবা করে ঋণি করে। রোনাল্ড হালদার এবং সিকো খুমী ও তার পরিবারের প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

এর পর আমরা অন্যান্য খুমীদের সাথে পরিচিত হতে থাকি। এদের মধ্যে লেলুং খুমী অন্যতম। খুমীদের মধ্যে প্রথম উচ্চশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ। তার সহযোগিতা না পেলে এ প্রকাশনা এভাবে সম্ভব হতো না। তিনি যে শুধু সার্বক্ষণিকভাবে এ জরিপ কাজ তদারকি করেছেন তাই নয়, খুমীদের ভাষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা দিয়েছেন এবং এ প্রকাশনায় যা কিছু আছে তা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছে। লেলুং খুমীর প্রতি আমরা অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই।

জরিপের প্রস্তুতি পূর্বে এবং জরিপকালে আমাদেরকে যারা বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম বান্দরবান বোমাং সার্কেলের রাজা বোমাং গ্রী উ. উ চ প্রু, রাংলাই ম্রো, সাংবাদিক বৌদ্ধ জ্যোতি চাকমা, জুয়ামলিয়ান আমলাই, প্রেনথাং খুমী (একমাত্র খুমী হেডম্যান) ও প্রেহয় খুমী। এরা সবাই আমাদেরকে বান্দরবান শহরে তাদের বাড়ীতে ও গ্রামে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, পরম যত্নে আপ্যায়ন করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। এদের সকলকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

খানা জরিপের সাথে জড়িত ছিলেন নাংওয়াই খুমী, লেংপা খুমী, হইসাই খুমী, লেলুং খুমী, রেত্যা খুমী, হাইকাই খুমী, কিংথাং খুমী, নাংফ্রা খুমী। এরা সবাই খুমী যুবক-যুবতী এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে সকল খুমী পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সেড-এর কর্মী ছাড়াও জরিপ ও প্রকাশনা কাজে আরো অনেকে আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

খুমীঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জরিপ

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

মাঠ জরিপ
নাংওয়াই খুমী, লেংপা খুমী, হইসাই খুমী, লেলুং খুমী,
রেত্যা খুমী, হাইকাই খুমী, কিংথাং খুমী, নাংফ্রা খুমী

তদারকি
লেলুং খুমী ও প্রসাদ সরকার

বেজলাইন তথ্য পর্যালোচনা
ইফতেখার আহমেদ

খুমী: প্রান্তের আদিবাসী

পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব জাতিসত্তার জনসংখ্যা পাঁচ হাজারেরও কম তাদের মধ্যে খুমীরা অন্যতম। এ অঞ্চলে সবচেয়ে কম জনসংখ্যার জাতিগোষ্ঠী লুসাই, তারপর চাক এবং এর পর খুমী। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে খুমীদের সংখ্যা মাত্র ১,২৪১। ২০১৪ সালে সেড পরিচালিত জরিপ অনুসারে খুমীদের সংখ্যা ২,৮৯৯।

খুমীদের বাস মূলত বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত পাহাড়ী এলাকায়। কোনো কোনো গ্রাম পাহাড়ের চূড়ায় এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা খুমীদের জন্য এখনো খুব কম। জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টের। পাহাড়ের চূড়া থেকে অনেক নীচে এসে তাদেরকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। কষ্টের মাঝেও তাদের আছে নিজস্ব জীবনযাপনের আনন্দ। নৈসর্গিক সৌন্দর্য খুমী গ্রামগুলোকে ঘিরে থাকে। ছোট একটি জাতিগোষ্ঠীর দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রাম, আনন্দ সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা রক্ষার প্রচেষ্টা এ সব কিছুর একটি দর্পণ এ ছোট বইটি।

SEHD

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৯৫২-১৮-৪

মূল্য: ১৫০ টাকা US$ 5